রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ আষাঢ় ১৪২৬/১৯ জুন ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৮৮—বরেণ্য নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনয়শিল্পী, লেখক, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রব্যক্তিত্ব, ভাষাসংগ্রামী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদ গত ০২ জুন ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

২। অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৩ আষাঢ় ১৪২৬/১৭ জুন ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ০৩ আষাঢ় ১৪২৬ / ১৭ জুন ২০১৯

বরেণ্য নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনয়শিল্পী, লেখক, কলামিস্ট, চলচ্চিত্রব্যক্তিত্ব, ভাষাসংগ্রামী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদ গত ০২ জুন ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদ তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায় ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি এ দেশে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

শিক্ষাজীবনে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব মমতাজউদ্‌দীন আহমদ ছাত্রাবস্থায় বামধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে রাজশাহী কলেজে শহিদ মিনার নির্মাণে বিশেষ অবদান রাখেন এই নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব - জনাব মমতাজউদ্‌দীন আহমদ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে জীবনে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী জনাব মমতাজউদ্‌দীন আহমদ চট্টগ্রাম কলেজে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা শুরু করেন। এ ছাড়া তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসাবেও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদ শিক্ষক ও লেখক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। নাট্যজগতে তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভা তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত করে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তাঁর অভিনয় ও নাটক - মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে তাঁকে সমানভাবে খ্যাতিমান করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর রচিত 'এবারের সংগ্রাম' এবং 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটক দুটি জনমনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বৈরাচারবিরোধী একটি মৌলিক নাটক হিসাবে তাঁর 'সাতঘাটের কানাকড়ি' বাংলাদেশে সর্বাধিক মঞ্চায়িত হয়েছে।

জনাব মমতাজউদ্‌দীন আহমদ রচিত বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয়, বাংলাদেশের নাটক ও থিয়েটার চর্চা বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ, চার্লি চ্যাপলিনের মূল্যায়ন, সরস রচনা, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং শাহনামা ও পদ্মাবতী কাব্যের গদ্যরূপ – প্রভৃতি সুধীজনের নিকট বিপুলভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়।

অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদ চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য, কাহিনী, সংলাপ এবং অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কারে ভূষিত হন। এ ছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, শিশু একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। নাট্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ১৯৯৭ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদের মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও নাট্যব্যক্তিত্বকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা অধ্যাপক মমতাজউদ্‌দীন আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd